Semester Two - Morning General

Raya Bhattacharya

জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি

জাতীয় গণকংগ্রেস হল গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সর্বোচ্চ রাষ্টীয় সংস্থা। জাতীয় গণকংগ্রেসের চীনের জনগণ সার্বোভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বছরে একবার মাত্র হয়। সব কাজ সম্পাদন করার জন্য একটি স্থায়ী কমিটির প্রয়োজন।

গঠন:- জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির গঠন ৬৫ নং ধারায় বলা হয়েছে ১ জন সভাপতি, কয়েকজন সহসভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে স্থায়ী কমিটি গঠিত। ২০১৩ সালে নির্বাচিত দ্বাদশ জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটিতে ১জন সভাপতি, ১৩জন সহসভাপতি, ১জন সাধারণ সম্পাদক এবং ১৬১ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে মোট ১৭৬ সদস্য রয়েছেন। স্থায়ী কমিটির কার্যকাল ৫ বছর। প্রতি ২ বছর অন্তর স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ও সহসভাপতি একটানা ১০ বছরের বেশি স্বপদে থাকতে পারেন না। সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য স্থায়ী কমিটির নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি কমিটির অধিবেশন আহ্বান ও কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী:- সংবিধানের ৬৭ নং ধারা অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে।

(১) আইন সংক্রান্ত কাজ :- স্থায়ী কমিটি সাধারণভাবে বছরে একবার জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করে। তবে প্রয়োজনে জাতীয় গণকংগ্রেসের এক পঞ্চমাংশ সদস্যের প্রস্তাব বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারে। স্থায়ী কমিটি সংবিধান ও আইন ব্যাখ্যা করতে পারে। যে সব আইন জাতীয় গণকংগ্রেস প্রণয়ন করেনি সেইসব আইন প্রণয়ন এর ক্ষমতা স্থায়ী কমিটির আছে। জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন থাকাকালে স্থায়ী কমিটির জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন এর আংশিক সংযোজন করতে পারে। কোনো মৌলিক নীতির বিরোধিতা করতে পারেনা।

(২) শাসন সংক্রান্ত কাজ :- স্থায়ী কমিটি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা করে। স্থায়ী কমিটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন সর্বোচ্চ গণআদালত সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটর বিভাগের কাজ তদারকি করে। সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদকে জাতীয় গণকংগ্রেসের কাছে নির্ভরশীল থাকতে হয়। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাকলে স্থায়ী কমিটি রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী পরামর্শক্রমে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী কমিশনের সভাপতি অডিটর জেনারেল রাষ্ট্রীয় পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদককে নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিদেশে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা স্থায়ী কমিটির রয়েছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি গুলি অনুমোদন ও বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে।

(৩) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা :- স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতির পরামর্শে সর্বোচ্চ গণআদালতের সহসভাপতি ও বিচারকদের বিচার বিভাগীয় কমিটির সদস্যদের এবং সামরিক আদালতের সভাপতিকে নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারে। স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটর, বিভাগের মুখ্যপ্রকিউরেটর, বিভাগের সহকারী প্রধান প্রকিউরেটর ও প্রকিউরেটর কমিটির সদস্যদের নিয়োগ ও অপসারন করেন।

(৪) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কাজ :- সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে। কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ এর অধিক সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হলে সংবিধান সংশোধিত হতে পারে।

(৫) সামরিক ক্ষমতা :- জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য স্থায়ী কমিটিকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশন স্থগিত থাকলে দেশের উপর সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলে স্থায়ী কমিটি যুদ্ধকালীন ঘোষণার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সারাদেশে আইন জাতীয় করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ।

উপসংহার:- সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্থায়ী কমিটির হাতে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। জাতীয় গণকংগ্রেস আইনগতভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে স্থায়ী কমিটির জাতীয় গণকংগ্রেসের হয়ে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। বস্তুত জাতীয় গণকংগ্রেসের স্বল্পকালীন অধিবেশনে বিপুল সদস্য সংখ্যা প্রভৃতির জন্য ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট স্থায়ী কমিটি দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।